সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান
Social Space

সামাজিক ভূগোল সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত ও পশ্চাদবর্তী জনগোষ্ঠীর আলোচনা করে থাকে যেখানে মানুষকে সর্বদা ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সামাজিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে চারটি ধারায় চিহ্নিত করা যায়। যথা— (i) ব্যাপ্তিস্থান (Space), (ii) বিন্যাস (Pattern), (iii) প্রক্রিয়া (Process) এবং (iv) পরিকল্পনা (Planning)। সামাজিক ভূগোলে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান' (Social Space) সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে 'সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান' বলতে কি বোঝায়, যে সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

সংজ্ঞা (Definition) :

'Dictionary of Human Geography'-র সংজ্ঞানুযায়ী সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান হল একটি স্থান, যা সেখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করে এবং সেই স্থান সম্পর্কে সেখানকার অধিবাসীদের একটা উপলব্ধি আছে। অর্থাৎ সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান হল, ওই স্থানের বাসিন্দারা এলাকাটি কিভাবে ব্যবহার করছে এবং সেই স্থান সম্পর্কে কি ভাবছে? বস্তুতপক্ষে, এটি কয়েকটি স্থানের একটি চালচিত্র (Mosiatic) বা সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে একই রকম বলে অনুভূত হয়। তাই প্রতিটি সামাজিক ব্যাপ্তিস্থানকে একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর বাসস্থান হিসাবে সনাক্তকরণ করা যায়। সেখানকার অধিবাসীদের মূল্যবোধ, পছন্দ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলক হল ঐ সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান (Social Space)।

ধারণার উদ্ভব (Origin of Concept) :

সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সম্পর্কে ধারণাটি 1980 দশকে প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও প্রয়োগ করেন এমিলি ডার্কহাম (Emile Durkheim)। তার সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সম্পর্কে গবেষনা কিছুটা অভিনব। ডার্কহাম সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সম্পূর্নভাবে সামাজিক শর্তের ভিত্তিতে দেখেছেন। পরিবেশ সম্পর্কে ডার্কহামের সংজ্ঞাকে সোরি (Sorre) খুব সংকীর্ণ বলে ভেবেছেন। তাঁর মতে সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান বিশ্লেষণ ভৌগোলিকদের মূল অবদান হবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বণ্টনের মানচিত্র প্রস্তুত করা। ভৌগোলিকদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় স্থান (place) কথাটির সাথে সাদৃশ্য থাকলেও সমাজ বিজ্ঞানে ব্যাপ্তিস্থান (Space) কথাটির একটু অন্য মাত্রা আছে। কারণ এটি প্রাকৃতিক পরিবেশ (habitat) সংজ্ঞাটি গ্রহণ করে না। বুটিমার (Buttimer)-এর মতে, সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান চেতনা বা উপলব্ধি (perceived) ও প্রকৃত স্থানের মধ্যে এক যোগফল। সামাজিক ব্যাপ্তিস্থানের আলোচনার উপাদানগুলি সামাজিক গোষ্ঠীরা নিজেরা যোগায়।

সামাজিক স্থানের আলোচনা দু'ভাগে হতে পারে— প্রথমটি হল, বিধি বা নিয়মমাফিক ব্যাপ্তিস্থান যা সামাজিক অঞ্চলের সীমার উপর জোর দেয় এবং ঐ অঞ্চলের চালচিত্র বিশ্লেষণ করে। দ্বিতীয়টি হল, আনুষ্ঠানিক ব্যাপ্তিস্থান যা গতিশীল উপাদানের সাথে যুক্ত। যেমন— পরিবর্তন, বিচরণ, যোগাযোগের মাধ্যম। কিছু কিছু স্থানের একটা মনোগত (sentiment) মূল্য আছে। যেমন— রাজপ্রাসাদ, ঐতিহাসিক বাড়ি ইত্যাদি। এগুলির প্রতি শহরবাসীদের একটা দুর্বলতা আছে এবং তারা সেগুলি রক্ষা করার

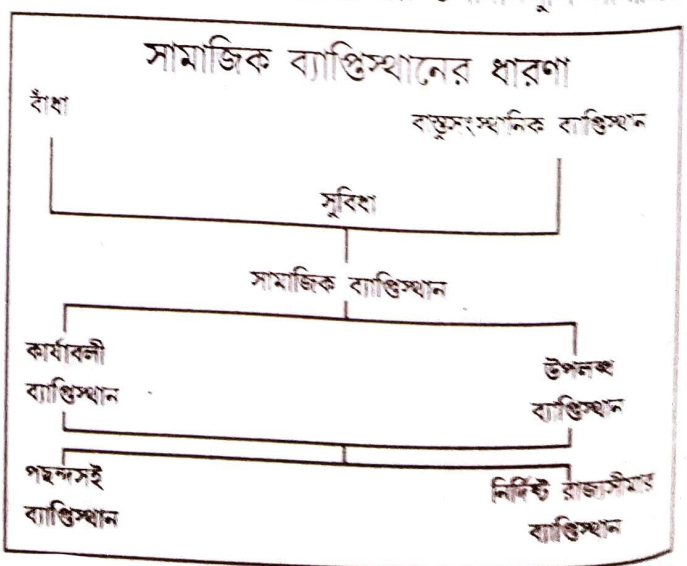

চেষ্টা করে। ফায়ারী (Firey, 1945) ও বুটিমারের মতো মার্কিন ভৌগোলিকরা লক্ষ্য করেন যে, কোনও বিশেষ অবস্থানের মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধি যেখানকার ভূমির ব্যবহার (land use) নির্ণয়ে ভূমিকা নেয়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :

ব্যাপ্তিস্থান হল আর্থসামাজিক অবস্থার প্রতিফলক। এখানে বিভিন্ন আর্থিক সংগতির মানুষ বাস করে। তাই তাদের আচার আচরণের মধ্যে পার্থক্য থাকা খুব স্বাভাবিক। ব্যাপ্তিস্থানে মানুষের বসবাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন-

1. একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের একত্রে বাস করতে দেখা যায়।
2. একটি বিশেষ ধর্মের বা বর্ণের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দাদের হীন চোখে দেখা।
3. অসম লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio) যা সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচিত বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাসস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পায় বলে এখানে সামাজিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য দেশের শহরের রাস্তায় হাঁটলে দেখা যায়; সেই শহরের বসত এলাকাগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন পার্থক্য খুব বাহ্যিক; যেমন— বাড়ির ধরন, বাড়ির ঘনত্ব, হাল ফ্যাশনের বাড়ি প্রভৃতি। মানুষের এই ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হারবার্টশন এবং জনস্টন লক্ষ্য করেছেন যে, পৌর এলাকা হল সমাজের প্রতিফলিত আয়না। পৌর এলাকায় ভূমি ব্যবহারের যে পার্থক্য গড়ে ওঠে, তা আমরা বার্জেসের এককেন্দ্রীক বলয় তত্ত্ব বা হোমার হয়েটের বৃত্তকলা মতবাদ থেকে জেনেছি।

প্রত্যেক পৌর বসতির এই অতি সাধারণ ব্যাপারের পেছনে আর্থিক ও সামাজিক কারণ কাজ করে। শহরের সবচেয়ে ভালো জায়গায় ধনীরা এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ জায়গায় গরীব মানুষেরা বাস করে। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য এর ভিন্ন ছবি লক্ষণীয়। শহরতলী এলাকায় ধনীরা বাস করে। কারণ তারা ধোয়া, আবর্জনা, গোলমাল ইত্যাদি এড়াতে নির্জন শহরতলী এলাকায় বসবাস করে। অধিকাংশ ব্যক্তির গাড়ি থাকে বলে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়।

কোলকাতার সামাজিক এলাকার মানচিত্রে Berry দেখিয়েছেন, ময়দানের দক্ষিনে রয়েছে সম্ভ্রান্ত বানিজ্যিক এলাকা। পূর্বদিকে মিশ্র বসতি ও বানিজ্যিক এলাকা। দিল্লী ও মুম্বাইয়ের আর্থসামাজিক মানচিত্র থেকে আমরা একই ছবি দেখতে পাই। অবশ্য মুম্বাইয়ের C.B.D. থেকে দূরে কয়েকটি উচ্চশ্রেনির বাসস্থান গড়ে ওঠে। সংখ্যালঘু মানুষেরা অবশ্য এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে, যা পৌর বসতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সৃষ্টি করে। যেমন— কলকাতার আদি ইতিহাসে দেখা যায়, এক একটি বৃত্তির নির্দেশ করে। যেমন - আহিরীটোলা (গোয়ালাদের বাসস্থান), শাঁখারীটোলা (শাঁখারীদের বাসস্থান) মুচিপাড়া ইত্যাদি। শুধু কোলকাতাতেই নয়, পৃথিবীর সব নগরেই সংখ্যালঘুরা এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে।

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য যত বেশি হবে; শহরের মধ্যে ওইসব গোষ্ঠীর আলাদা আলাদাভাবে বাস করার প্রবণতা তত বেশি হবে। এর ফলে আলাদা আলাদা সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান (Social Space) গড়ে উঠবে। যেমন— বিদেশীরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতে চায়। বর্তমানে অনেক নগরে জাতিগত পৃথকীকরণের (racial differentiation) সবচেয়ে বড় প্রকাশ হল বর্ণবিদ্বেষ। যেমন - যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহরের মধ্যে গড়ে ওঠা কৃষ্ণ এলাকা (black belt)।

সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সৃষ্টির কারণ (Formation of Social Space) :

ব্যাপ্তিস্থানের কোথাও ধনীর কোথাও গরীবের বাস, কোথাও শ্বেতকায় আবার কোথাও কৃষ্ণকায় ব্যক্তির বাস। এমনকি বিভিন্ন বৃত্তি বা ধর্মীয় আয়ের ব্যক্তিরা একটি এলাকায় বাস করে। এর পেছনে দুটি কারণ কাজ করে। একটি হল অর্থনৈতিক এবং অপরটি হল সামাজিক।

(ক) **অর্থনৈতিক কারণ ঃ** দেখা যায় যে শহরের মধ্যে এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক একধরনের ভূমির ব্যবহার রয়েছে। যেমন শহরের কেন্দ্রস্থলে (উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে) ধনী ব্যক্তির বাস। অফিস, আদালত, শিল্প, কারখানা এখানে গড়ে উঠেছে। এর থেকে কিছু দূরে রয়েছে মধ্যবিত্তদের বাস ও বড় ধরনের কলকারখানা। শহরের মধ্যে এই ধরনের এলাকা গড়ে ওঠার পেছনে যে কারণগুলি কাজ করে যেগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। শহরের কেন্দ্রস্থলে বেশি সুযোগসুবিধা থাকার জন্য যেখানকার জমির দাম খুব বেশি হয়।

(খ) **সামাজিক কারণ ঃ** শহরের মধ্যে যে বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপ্তিস্থান সৃষ্টি হয় তার পিছনে কয়েকটি কারণ আছে। যথা—

1. **জাতিগত কারণ ঃ** মহানগরগুলি হল আন্তর্জাতিক মিলনকেন্দ্র। ফলে এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত এলাকা গড়ে ওঠে। যেমন— বিদেশীদের আবাসস্থল, দেশী মানুষদের আবাসস্থল।
2. **অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও প্রাদেশিক সামাজিক এলাকা ঃ** শহর ও মহানগর হল আর্থিক বিকাশ কেন্দ্র। বিভিন্ন কাজের সুবিধা থাকে বলে ভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন রুজি রোজগারের আশায় এখানে ছুটে আসে। দেখা যায় এক এক প্রদেশের মানুষ এক এক স্থানে বাস করে। ফলে এক একটা প্রাদেশিক সামাজিক এলাকা গড়ে ওঠে।
3. **ধর্মীয় প্রভাব ও সামাজিক এলাকা ঃ** অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু কিছু নির্দিষ্ট বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এক একটি এলাকায় মানুষ বাস করতে শুরু করে। এবং ঐ এলাকাগুলিতে ঐসব ধর্মীয় মানুষদের প্রাধান্য থাকে। যেমন - কলকাতার বড়বাজার এলাকায় মাড়োয়ারী সম্প্রদায়; ভবানীপুর এলাকায় পাঞ্জাবীদের, রাজাবাজার ও পার্কস্ট্রীট এলাকায় মুসলমানদের বসতি বেশি লক্ষ্য করা যায়।